Journal of Cultural Research Studies,Vol-II Issue-2(2023), p.119-127.(ISSN 2583-6137)
A Peer-Reviewed International Multidisciplinary Open Access Online Journal.

সাঁওতাল মেয়েদের গান

সন্ধ্যা মান্ডি
প্রাক্তন ছাত্রী, এম.এ. , বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
Email: sandhya.vb2016@gmail.com

সারসংক্ষেপ:

সাঁওতাল সমাজের মানুষেরা বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন রকম উৎসব, বিবাহ অনুষ্ঠান এবং পূজার্চনা পালন করে থাকে। এই সব উৎসব ও অনুষ্ঠানে মেয়েরা বিভিন্ন ধরনের গান গেয়ে থাকে। গানের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন রকম চিত্র ফুটে উঠেছে। সাঁওতাল মেয়েদের জীবনযাপন, সুখ ও দুঃখের কথা গানের মাধ্যমে জানা যায়। সাঁওতাল সমাজের বাড়িতে নবজাতক শিশু জন্ম নিলে পরিবার সহ আত্মীয়-স্বজন, গ্রামের সবাই আনন্দে ভরে উঠে। নবজাতক শিশুর নামকরণ অনুষ্ঠানের সময় মেয়েরা বিভিন্ন রকম গান গেয়ে থাকে। আবার বিবাহ অনুষ্ঠানের সময় যে সমস্ত নিয়মাচার পালন করা হয় সেখানে সমস্ত গান সাধারণত মেয়েরাই গেয়ে থাকে। সহরায় পরব সাঁওতাল সমাজের মানুষের সব থেকে বড় পরব বা উৎসব। সহরায় পরবে মেয়েরা ঘর বাড়ি পরিষ্কার করে, দেওয়ালে বিভিন্ন রং করে এই সময়েও গান করে। গোরুর বন্দনা দেওয়ার গান থেকে শুরু করে মেয়েরা তাদের জীবনের সুখ ও দুঃখের কথা গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে থাকে। এক সময় সাঁওতালরা ধান লাগানোর সময়ও গান গেয়ে মাঠে ধান চাষ করত। গ্রামের মেয়ে ও বউদের ধান লাগানোর সময় বর্ষাকালের প্রকৃতি ও ধান লাগানোর আনন্দ নিয়ে গান করতে দেখা যেত। কিন্তু ধান লাগানোর গান সাঁওতাল সমাজে আগের মতো এখন আর তেমন একটা দেখা যায় না। সাঁওতাল মেয়েরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঋতুর উৎসবে, আচার-অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের গান গেয়ে থাকে।

সূচক শব্দ : *সাঁওতাল, সমাজ, উৎসব, মেয়ে, গান*

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষেরা বিভিন্ন পরবে বিভিন্ন রকম গান গেয়ে থাকে। তাদের গানের ভিতরে প্রচুর বৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া যায়। আমি আমার প্রবন্ধে যে সব গান সাধারণত মেয়েরা গেয়ে থাকে (কিন্তু পুরুষেরা সেই জায়গায় উপস্থিত থাকলেও গানে অংশগ্রহন করে না) সে গানগুলি নিয়ে আলোচনা করব।

শিশুর নামকরণ অনুষ্ঠানে সাঁওতাল মেয়েদের গান - সাঁওতাল সমাজে নবজাতক শিশু জন্ম নেওয়ার পর নামকরণ অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এই নামকরণ অনুষ্ঠানে গ্রামের সবাই ও আত্মীয়-স্বজন এসে থাকে। নবজাতক শিশুর নামকরণ করা হয়। ধাই-মা নবজাতক শিশুর নাম পিতা-মাতার পরামর্শ অনুযায়ী সকলের সামনে প্রকাশ করেন। উপস্থিত সবাই কে ধাই-মা বলে দেন আজ থেকে মেয়ে হলে অমুক নামে শাক তুলতে, পাতা তুলতে ডাকবে। আবার ছেলে হলে এই নামে শিকার করতে যাবার সময় ডাকবে। এই নামকরণ অনুষ্ঠানে যেসব গান গাওয়া হয় সেই গান মেয়েরাই গেয়ে থাকেন। সেই গানগুলো নীচে আলোচনা করলাম –

তকয়াঃ রাচারে নিম দ

হিপিড় হিপিড় নিম দ

নিম দারে দ।

ফাননা আঃ রাচারে

হিপিড় হিপিড় নিম দ

নিম দারে দ।

অকয়ে যতনলেদা নিম দ

হিপিড় হিপিড় নিম দ

নিম দারে দ।

বাবায় রহয়লেদা নিম দ

হিপিড় হিপিড় নিম দ

নিম দারে দ।

নায়োয় যতনলেদা নিম দ

হিপিড় হিপিড় নিম দ

নিম দারে দ।

বঙ্গানুবাদ – কার উঠোনে নিম গাছ। নিম গাছটি বাতাসে দোলে। অমুকের উঠোনে নিম গাছ। নিম গাছটি বাতাসে দোলে। কে যত্ন করেছিল নিম গাছ। নিম গাছটি বাতাসে দোলে। বাবা লাগিয়ে ছিল, মা যত্ন করেছিল নিম – নিম গাছ। নিম গাছটি বাতাসে দোলে। সাঁওতাল সমাজে নবজাতক শিশুর জন্ম হওয়ার পর এই নামকরণ অনুষ্ঠানে নিম পাতার গুঁড়ো ও আতপ চাল দিয়ে ভাত বানায়। এই নিম ভাত নবজাতক শিশুর মা সহ উপস্থিত গ্রামের সবাই খায়।

চীত বাইশীখ সিতুং লল
তকারে ঝেঁট বেটাম তাঁহেকান তিঞ ?

পয়রানি বাঁধ লাতার

পয়রানি সাকাম লাতার

জাপিৎ হিড়িঞ লিদাঞ য়ো তোওয়া দারে ।

বঙ্গানুবাদ - চৈত্র বৈশাখের রৌদ্রে কোথায় ছিলে আমার বড় বেটা। পদ্ম বাঁধের নীচে, পদ্ম পাতার নিচে ঘুমিয়ে ভুলে গেছিলাম মাগো ...।

বিবাহ অনুষ্ঠানে সাঁওতাল মেয়েদের গান - বাপলা সেরেঞ এর অর্থ বিয়ের গান। সাঁওতাল সমাজে বিয়ের আচার অনুষ্ঠানের সময় বিভিন্ন রকম গান গাওয়া হয়। বিয়ের অনুষ্ঠানের অধিকাংশ গানেই মেয়েরা গেয়ে থাকেন। হলুদ মাখা, কন্যাদান, বিদায় এই সময়ে মেয়েদের গান করতে দেখা যায়।

মাঁই দ তালা রাচা রেকো দুড়ুপ কেদে
মাঁই দ তেহেঞ দ সাসাং সুনুম
মাঁই দ বাহায় রেবেদা
মাঁই দ বায় হাটিঞা.....।

বঙ্গানুবাদ – মেয়েকে উঠানের মাঝে বসালো। আজ মেয়ের গায়ে হল তেল হলুদ। আজ মেয়ে ফুল গুঁজবে কাউকে দেবে না। মেয়ের গায়ে তেল হলুদ যখন মাখানো হয় তখন এই ধরনের গান মেয়েরা গেয়ে থাকে।

বেড়ায় রাকাব কান জিরিহিরি

পূর্বাৎ সাদমরে যুগের তিরি।

সারজম সাকামরে কিয়ৌ সিঁদুর

লাটা আদিঞায় আঁদুর মাদুর।

বঙ্গানুবাদ – সূর্য উঠেছে ঝলমলে। পূর্বের ঘোড়ায় যুগের সাথী। শাল পাতায় সিঁদুর লাগিয়ে দিলো এলোমেলো। এই গান বিয়ের অনুষ্ঠানে সিঁদুর দানের সময় গাওয়া হয়।

জানাম লেনাম মিরুঞ হারাকেৎ মে,

অক্ত সেটেরেনা জাঁওয়ায় কাৎমে।

নালম রাগ তিঞ মিরু নালম হমরঃ,

জনম দাতা মনে মিরু নালম বাড়িচ ।

চাঁদোগে শিকড়ি মিরুয় জড়াও আকাৎ

মনের শিকড়ি মিরু নালম তপাগ ।

বুঝাউ মেসে মিরু নুইহার মেসে,

জিওয়ি তাম দ মিরু গটায় তামসে।

মা থিরঃমে মিরু দে হারুঃমে

জাঁওয়ায়ে চালাঃ মিরুঞ বিদাইহৎমে ।

বঙ্গানুবাদ – জন্মেছিলে বড় করলাম, সময় এলো বিয়ে দিলাম। কেঁদো না দুঃখ কোরো না, মায়ের মনটা খারাপ করে দিয়ো না। ভগবানই মিলন বন্ধন করেছেন – মনের শিকল ছিঁড়ে দিয়ো না । বোঝার চেষ্টা করো -চিন্তা করো, মন জীবনটা শক্ত করো। চুপ করো, কেঁদো না, জামাই চাইছে যে তোমায় বিদায় দিই। এই গানটি বিয়ের পর কন্যা বিদায় দেওয়ার সময় গাওয়া হয়।

বিয়ের অনেক গান আছে যে গানগুলো মেয়েরা তাদের সুখ ও দুঃখের কথা প্রকাশ করে থাকে। গানগুলো নিচে আলোচনা করলাম –

খাজাড়ি খাজাড়ি মেনাকো নায়ো গ

দাকা বাংখান দ বাং বিবিয়া।

আপাবারে আপাবারে মে নাকো নায়ো গ

জুরি বাংখান দ সানাম মিছা।

বঙ্গানুবাদ – মুড়ি মুড়কির কথা অনেকে বলে মা কিন্তু ভাত ছাড়া পেট ভরে না। বাবা ভাইদের কথা অনেকে বলে মা কিন্তু সঙ্গী ছাড়া মা সবই বৃথা।

আলে ছাটকা হেসাঃ দারে

ছ্যের আতে দ পিয়ো আলম পিয়োয় ।

ইঞ দ পিয়োরে একা বুহিন

কুঁওয়ারি মনেতিঞ হালেডালে ।

বঙ্গানুবাদ – আমাদের উঠোনে অশ্বত্থ গাছের ডালে বসে পিয়ো (পাখি) ডাকবে না। আমি একাকী বোন, কুমারী মন আমার ঠিকানা নেই।

ইঞ ঞুতুম শালা দাহড়ি

নামগে মারাং দাদাম আতাং কেদা।

বাবাই হাতাও এদা পে টাকা

নায়োয় বাংদে কেদা লুমাং শাড়ি

তিরিয় বুঁদি লাগিদ যুগে যুগে।

বঙ্গানুবাদ – আমার নামে বড় দাদা শালা পাগড়ি হাত পেতে নিলে। বাবা নিচ্ছে তিন টাকা, মা নিচ্ছে তসরের শাড়ি। বর আমাকে চিরদিনের মত বন্দী করতে চাইছে।

করম উৎসবে সাঁওতালি মেয়েদের গান – করম ধর্মীয় অনুষ্ঠানের গান। সাঁওতাল সমাজের মানুষেরা ভালো ফসল, বাড়ির গোরু, ছাগল, মোষ, ভেড়া এগুলোতে যাতে বাড়ি ভরতি হয়, খাবারের যাতে কোনো অভাব অনটন না হয়, সুখ ও শান্তিতে যাতে বসবাস করতে পারে সেজন্য করম পূজা করে। এই করম পূজায় গ্রামের অবিবাহিত মেয়েরা একটি ঝুড়িতে বালি দিয়ে বিভিন্ন প্রকার বীজ যেমন - ধান, গম, ভুট্টা রোপন করে একে 'জাওয়া' বলা হয়। এই পাঁচ-সাত দিন মেয়েরা অনেক নিয়ম-আচারের মধ্যে থাকে। করম পুজার আগের দিন গ্রামের সবাই মিলে ধামসা, মাদল বাজিয়ে করম গাছের ডাল কেটে আনে। গ্রামের আখড়াতে মাটির বেদি তৈরি করে তার মাঝখানে করম গাছের ডাল বসানো হয় এবং চারিদিকে গোবর দিয়ে পরিস্কার করা হয়। সে দিন সারারাত ধরে নাচ গান এবং বন্দনার মাধ্যমে জাওয়া করমকে জাগানো হয়। পরের দিন গ্রামের পুরোহিত (নায়কে) পুজো করেন। এই করম উৎসবে মেয়েরা যে সব গান করে তা নিচে উÜ«ত হল -

তকা রেদম জানাম লেনা, কারামে গঁসায় হো,

তকা রেদম বুঁসাড় লেনা নেও হারি ডার ?

সিঞ বির রেম জানাম লেনা কারামে গঁসায় হো,

মান বির রেম বুঁসাড় লেনা নেও হারি ডার।

বঙ্গানুবাদ – কোথায় জন্মেছিলে করম গোঁসাই, কোথায় জন্মেছিলে সবুজ ডাল ? সিঞ জঙ্গলে জন্ম হয়ে ছিল করম গোঁসাইয়ের। মান জঙ্গলে জন্মেছিল সবুজ ডালের।

আম দ চালাঃ কানা কারমা

এয়ায় সামুদ হানা সাহা

সামানম দিশম তে –

ইঞ দ কারমা হালেডালেম বাগিয়াঞ কান

তালা কুলহি এনেজ আখড়া রে।

এগো এগো রুসিকা করমিয়া রুসিকা

আল সেগোম রাগা আল সেগোম,

দারায় সেরমা জাতয়ারে এগো এগো রুসিকা,

এগো রুসিকা ইঞদুঞ রুয়াড় হিজুঃ-আ।

বঙ্গানুবাদ – তুমি চলে যাচ্ছ করম, সাত সমুদ্রের ওপারে অন্য এক দেশে। আমাকে করম ছেড়ে যাচ্ছ মাঝ কুলহির নাচের আখড়াতে। ওগো করমিয়া তুমি কেঁদো না, আমি আসবো আবার পরের বছর করম উৎসবে।

সহরায় উৎসবে সাঁওতাল মেয়েদের গান - সহরায় পরব সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষদের সব থেকে বড় সামাজিক উৎসব। সরহায় পরবে সাঁওতালরা তাদের ঘরে মেয়ে জামাইকে নিমন্ত্রণ করে এবং নতুন জামা কাপড় দেয়। এই উৎসব পাঁচ দিন ধরে আনন্দের সাথে পালন করা হয়। সহরায় পরবের মুখ্য উদ্দেশ্য হল পোষা গো-মহিষদের আনন্দ দান করা। এই পরবে যে সমস্ত গান মেয়েদের গাইতে দেখা যায় সেই গানগুলো আলোচনা করলাম –

সহরায় উৎসবের সময় মেয়েরা অনেক দিন আগে থেকে ঘর বাড়ি পরিষ্কার করে। সেই সময়ে মেয়েদের মুখে যে রকম গান শুনতে পাওয়া যায় তা নিচে আলোচনা করলাম –

দিন দিনতে দিন দ চালাঃ

সরহায় দাইনা সেটেরেন

হেসেচ সেকেচ সহরায় দাইনা সেটেরেনা রে।

ভিত পিঁড়া অড়াঃ দুওার

দেবোন পতাও লগন লগন

জেরেড় জলম পতাও দরে বাঞ তাঁগিয়া।

বঙ্গানুবাদ – শুনতে শুনতে দিন চলে যায়, সহরায় পরব দিদিরে, চলে এলো। দেওয়াল, পিন্ডাতে মাটি দেবো তাড়াতাড়ি, ঘর দুয়ার পরিষ্কার করব, সহরায় পরব আর অপেক্ষা করবে না। সহরায় পরব বছরে এক বার আসে, তাই এক মাস আগে থেকে বাড়ির মহিলারা ঘর বাড়ি পরিষ্কার করে। এই সময় তারা দেওয়ালে বিভিন্ন রং দেয় এবং বিভিন্ন রকম চিত্র এঁকে থাকে। গানের মাধ্যমে বলেছে আমাদের তাড়াতাড়ি কাজ করতে হবে সহরায় পরব আমাদের জন্য থেমে থাকবে না।

নাওয়া হাটাঃ নায় কিরিঞ আঞ মে ।২।

নিঞ দুঞ চালাঃ নায় গ কুলহি দাঁড়ান।

কুলহি দাঁড়ান নায় গ মাঝি ক নড়াগ ।২।

মাঝি ক নড়াগ নায় গ গায় ক চুমাড়া,

নিঞ দুঞ চালাগ নায় পারানিক নড়াগ,

পারানিক নড়াগ নায় কাডা ক চুমাড়া ।

বঙ্গানুবাদ – এই গানে বলা হয়েছে যে, নতুন কুলো মাগো কিনে দাও, আমি যাবো মাগো গ্রামে ঘুরতে। গ্রামে ঘুরতে মাগো মাঝিদের ঘরে। মাঝিদের ঘরে মাগো গাইকে বন্দনা করতে। আমি যাবো মা পারানিকদের ঘরে। পারানিক ঘরে মা, মহিষ কে বন্দনা করতে।

এই গানটি গোরু, মহিষদের বন্দনা দেওয়ার সময় গ্রামের মেয়েরা গেয়ে থাকে। নতুন কুলোতে দূর্বাঘাস, আতপ চাল, প্রদীপ দেখিয়ে গান করতে করতে গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মেয়েরা গোরু, মহিষদের বন্দনা করে আসে।

সহরায় পরবে অনেক গান আছে যেই গানগুলো মেয়েদের জীবনে ঘটে যাওয়া সুখ দুঃখের কথা ফুটে উঠেছে।

বাহা রেদ সরহায় রেদ

নেওতাঞ মেসে দাদা রে

ইঞ হঁ দাদা আপেরেন গে।

সেঁদরা রেদ কারকা রেদ

বলন মেসে দাদা রে

ইঞ হঁ দাদা আপে জাতি গে।

বঙ্গানুবাদ – বাহা এবং সহরায় পরবে নিমন্ত্রণ করো আমায় দাদা, আমিও তোমাদেরই। শিকার করতে যখন যাবে দাদা তখন ঢুকবে আমার বাড়িতে, আমিও যে দাদা তোমাদের জাতিরই। এই গানটিতে দাদা তার বোন কে সহরায় পরবে নিমন্ত্রণ করেনি। তাই তার বোন গানের মাধ্যমে দাদাকে বলছে আমিও তোমাদেরই। বিয়ে হয়েছে বলে আমাকে পর করে দিয়ো না।

আপা বারে আতো রে

তুমদাঃ টামাক সাডে কান

তুমদাঃ টামাক দুল দুলাঃ কান।

দে জুরি দেলা জুরি

ইদি কাঞ মে সেটের কাঞ মে

পয়রানি সাকাম লেকাঞ টলমলাঃ কান।

বঙ্গানুবাদ – বাবা ভাইদের গ্রামে, ধামসা মাদল বাজে। এ সঙ্গী চল, সঙ্গী আমাকে ওখানে নিয়ে চল, আমার মন পদ্ম পাতার মতো টলমল হচ্ছে। এই গানটিতে বলা আছে মেয়ের বাপের বাড়িতে সহরায়

পরব পালন হচ্ছে তাই সে আর শান্ত হয়ে থাকতে পারছে না। তাই তার স্বামীকে বলছে আমাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে চল আমার বাবা ভাইদের বাড়িতে।

সাড়পা গান – `সাড়পা` গান কেবলমাত্র মহিলারাই পরিবেশন করে। `সাড়পা' অর্থ যেমন গান তেমনি এই গানের বাদ্যযন্ত্রকেও `সাড়পা' বলা হয়। এই `সাড়পা' বাদ্যযন্ত্র দিয়ে `সাড়পা' গান পরিবেশন করা হয়। 'সাড়পা' গান এবং নাচ সহরায় উৎসবের সময় সাঁওতাল মেয়েরা পরিবেশন করে থাকে।

অকা রেদম জানাম লেনা,

রাইমনি হোড়ো দ?

অকা রেদ জানাম লেনা,

হীরয়াড় ধুবি ঘাস?

হিহিড়ি রে জানাম লেনা

রাইমনি হোড়ো দ।

পিপিড়িরে জানাম লেনা

হীরয়াড় ধুবি ঘাস।

বঙ্গানুবাদ – কোথায় জন্ম হয়েছিল রাইমনি ধান ? কোথায় জন্ম হয়েছিল সবুজ দূর্বাঘাস ? গানেই উত্তরে বলা হয়েছে হিহিড়ি নামক জায়গায় রাইমনি ধানের জন্ম হয়েছে। আর পিপিড়ি নামক স্থানে সবুজ দূর্বাঘাসের জন্ম হয়েছে।

এখানা বলে রাখা দরকার সাঁওতালদের বিনতি পুরাণ অনুযায়ী জানা যায় হিহিড়ি পিপিড়ি নামক স্থানে তাদের জন্ম হয়েছিল। তাই এই গানে হিহিড়ি পিপিড়ি নামক জায়গায় রাইমনি ধান এবং সবুজ দূর্বাঘাসের জন্মের কথা বলা হয়েছে।

ধান লাগানোর সময়ে সাঁওতালি মেয়েদের গান - সাঁওতাল সমাজের মানুষেরা ধান লাগানোর সময়ও বিভিন্ন রকম গান গেয়ে থাকে। কিন্তু এখন আর এই ধরনের গান তেমন একটা শোনা যায় না। গ্রামের মেয়েরা এক সাথে খেতে ধান লাগানোর সময় গান করত। ধান লাগানোর যে আনন্দ, সেই সময়ের প্রকৃতি, চাষবাস নিয়ে গান করতে দেখা যেত।

অহায় পোয়লো আষাঢ় বেড়া রে দাঃ মা ঝম ঝম ঝম

ঝম ঝম দাঃ মায় জাড়ি কেদ দ,

অহায় দিশম সানাম গে হেঁদে হারয়াড় এন দ,

আব নওয়া পৃথিমী রে লুখী আয় লুখী হুড়ু গে,

গডা-বিডা মা গটা এঞলঃ কান।

বঙ্গানুবাদ – প্রথম আষাঢ়ে ঝম-ঝম বৃষ্টি পড়ল, ফলে গোটা পৃথিবী সবুজে ভরে উঠল। আমাদের এই পৃথিবীতে লক্ষ্মী মা লক্ষ্মী ধান, খেত বাদে গোটায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

লুখী গে লুখী

লুখী আয় দ

অকারে লুখী আমাঃ জনম দ ?

ইঞাঃ জনম ধানি

ধুড়ি হাসা রে,

দাঃ মা তালা রে ইঞাঃ জনম।

বঙ্গানুবাদ – লক্ষ্মী মায়ের জন্ম কোথায় হয়েছে। গানের মধ্যে উত্তরে বলা আছে আমার জন্ম ধানি বালি মাটিতে, জলের মধ্যে আমার জন্ম।

শেষকথা : সাঁওতাল মেয়েদের জীবনে গান ও নাচ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন পরবে, বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে সাঁওলাল মেয়েরা বৈচিত্র্যপূর্ণ গান গেয়ে থাকে। এই সব গানের মধ্যে দিয়ে সাঁওতাল মেয়েদের সরল, সাদা-সিধে জীবন যাপনের ছবি যেমন ফুটে ওঠে, তেমনি তাদের মনের সুখ-দুঃখের নানা কথাও প্রকাশিত হয়। সাঁওতাল সমাজে মেয়েদের স্থান যথেষ্ট সম্ভ্রমপূর্ণ ও ঐতিহ্যময়। সাঁওতাল মেয়েদের গানের মধ্যে সাঁওতাল সমাজে মেয়েদের অবস্থানের এই চিত্রটিও সম্যক ভাবে প্রতিফলিত।

তথ্যসূত্র

১. মুরমু, বাবুলাল (২০১৩), *হড় সেরেঞ*, স্বপন দাস. লেটার প্রিন্ট, বালী, ঘোষপাড়া, হাওড়া, পৃষ্ঠা ৩, ৯, ১৩

২. হাঁসদা, রূপচাঁদ (২০০৮), মড়ে সিঞ মড়ে ঞিদা, খেরওয়াড় পাবলিকেশন, সাঁতরাগাছি হাওড়া, পৃষ্ঠা ৫৩, ৫৯, ৬২

৩. হেম্ব্রম. ড. রতন (২০১২), সানতাড়ি হড় সেরেঞ রে সাঁওহেদ আর লেগচার, মাধা পারসাল, জাহের টোলা, বারিডি, জামসেদপুর -১৭, পৃষ্ঠা ২৩০, ২৪০, ২৪২,

৪. হেমব্রম পরিমল (২০১৭), সাঁওতালি সাহিত্যের ইতিহাস, নির্মল বুক এজেন্সি, ২৪বি, কলেজ রো, কলকাতা -৭০০ ০০৯, পৃষ্ঠা ৭৯